যুগান্তর

29 MAY 2017

অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি!

মো. সিদ্দিকুর রহমান

দীর্ঘ নয় বছর পর প্রাথমিকের পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিক্ষক সমাজের মাঝে বইছে আনন্দের সুবাতাস। তাদের মনে প্রশ্ন, কেন মানবসৃষ্ট এ দুর্যোগে হাজার হাজার শিক্ষক দীর্ঘ সময় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে খানিকটা মর্যাদা নিয়ে অবসরে যেতে পারলেন না? আজ সেই গানের চরণটি মনে পড়ে : 'আশায় আশায় জীবন গেল, আশা পূরণ হল না।' নিরাশ হয়ে বিষণ্ন মনে তাদের অবসরে চলে যেতে হল। বাংলাদেশে অন্য কোনো পেশাজীবী বা সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ সময় পদোন্নতিবঞ্চনার ঘটনা বিরল। খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এ পদোন্নতির অধিকার ঝুলিয়ে রেখেছিল। তারা শুধু শিক্ষক সমাজকে বঞ্চিত করেননি, পাশাপাশি ক্ষতি করেছেন তৃণমূলের গরিব মানুষের সন্তানদের শিক্ষার। গত ২৩ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় শাখা ২ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ঢাকা শহরের ৮৭ জন সহকারী শিক্ষককে শূন্যপদে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় বছর পদোন্নতি বন্ধ থাকায় প্রায় সব শিক্ষকের বয়স এখন ৫৫-এর ঊর্ধ্বে। কাউকে কাউকে ২০১৭ সালের মধ্যে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাদের অধিকাংশ বয়স্ক মহিলা। অথচ তাদের পদায়ন করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক থানা দূরত্বে। তাদের বাসস্থান থেকে দৈনিক ২০০ থেকে ৩০০ টাকা খরচ করে সকাল সাড়ে ৭টার আগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর ফলে শিশু শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা মানহীন থেকে প্রাণহীনে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। দীর্ঘ সময় পর হলেও সরকারের নেয়া একটি মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। দূর-দূরান্তে শিক্ষকদের পদায়ন ব্যবস্থা অবিলম্বে রহিত করে বাসস্থানের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পদায়ন করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে বাধা শিগগির দূর করা প্রয়োজন।

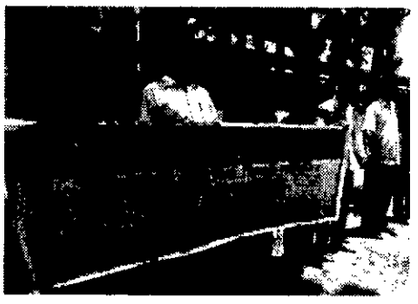

আজ যেন প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শীর্ষ ব্যক্তিদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদের অহেতুক কষ্ট দেয়া এবং অধিকার হরণ করা। ঢাকা শহরে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পোষ্যদের কোটা হরণের নিমিত্তে দুই বছর আগে শুরু হয় গ্রামাঞ্চল থেকে সহকারী ও প্রধান শিক্ষক বদলির হিড়িক। প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামের আহ্বানে ঢাকা মহানগরীর শিক্ষকরা আন্দোলন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি পেশ করেন। এ স্মারকলিপিতে ছিল বদলির পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, মামলা ঝামেলা এড়িয়ে দ্রুত প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব দেয়া, শিক্ষকদের ছুটির তালিকা সংশোধন করে গ্রীষ্মের ছুটি ১৫ দিন রেখে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ৩ বছর পরপর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রধান শিক্ষকদের সংরক্ষিত ছুটির অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন। কর্তৃপক্ষ প্রথমত শিক্ষকদের অধিকার হরণের কথা শুনতে ও জানতে অভ্যস্ত নয়। ভাবখানা এমন যে, শিক্ষকদের অধিকার হরণের জন্যই তারা নিয়োজিত।

শিক্ষকদের সব অধিকার আন্দোলনে শিক্ষক সংগঠনগুলোর নীরবতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনগুলোও অন্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়গুলো নিয়ে এগিয়ে আসবে, এ প্রত্যাশা রইল।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*